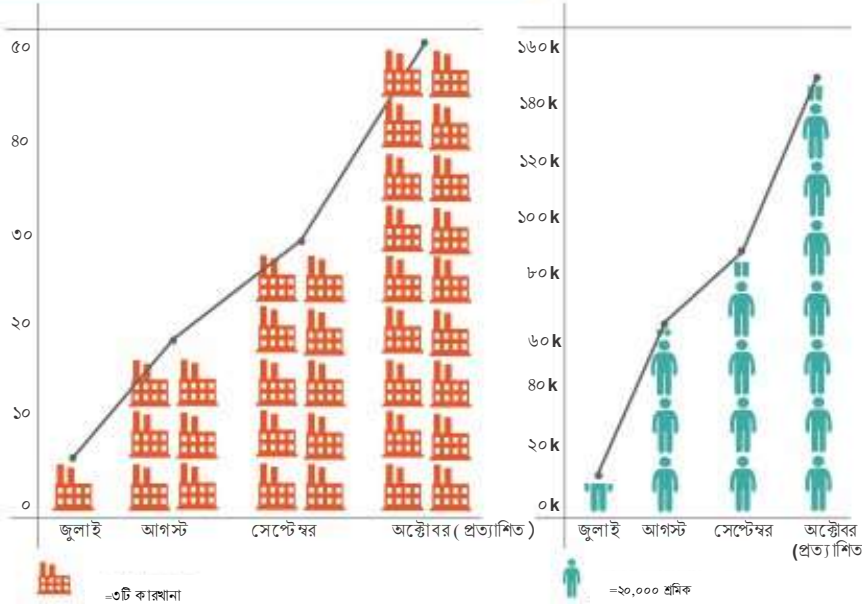


★ ফিচার

কলের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত

সেপ্টেম্বরে হেল্পলাইন ৮০০ টি কল রিসিভ করেছে, যা আগস্টের চেয়ে ৮৩% বেশি। বর্তমানে ২৯ টি কারখানায় ৮৫,০০০ জনেরও বেশি শ্রমিক আমাদের কথার আওতাভুক্ত।

জুলাই সেপ্টেম্বরে হেল্পলাইনের ব্যবহার



ফুলকির নির্বাহী পরিচালক ওয়াশিংটন ডি.সি ফোরামে আমাদের কথা ব্যাখ্যা করেন

ফুলকির নির্বাহী পরিচালক এবং আমাদের কথার প্রজেক্ট পার্টনার সুরাইয়া হক সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনের একটি ফোরামে অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটির অগ্রগতি পর্যালোচনা ফোরামে কথা বলেন। মিস হক ব্যাখ্যা করে বলেন যে বাংলাদেশে হেল্পলাইন নতুন একটি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও হেল্পলাইনে বর্তমানে নিরাপত্তা এবং অ-নিরাপত্তা সংক্রান্ত কল নিয়মিতভাবে আসছে।

৩ এর পাতায় দেখুন

আমাদের কথা: শ্রমিকের কণ্ঠ

আমাদের কথা যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে তাতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং শিক্ষণ কে এবং আমরা এর থেকে প্রচুর শিক্ষা গ্রহণ করেছি যেমন আমরা জানতে পেরেছি যে শ্রমিকরা বিস্ময়করকমভাবে তাদের উদ্বেগের কথা জানাতে আগ্রহি; এই উদ্যোগ গ্রহণের পর থেকে উদ্বেগের কথা জানাতে আগ্রহি শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং আমরা এটাও জানতে পারছি যে কারখানার ম্যানেজাররা শ্রমিকদের হেল্পলাইন কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে অত্যন্ত আগ্রহি এমন কি প্রডাকশন লাইন থেকে শ্রমিকদের নিয়ে এসে হলেও।

কিন্তু সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি গ্রহণ করেছি তা এসেছে মূলত শ্রমিকদের কণ্ঠ থেকে যারা আমাদের কথা ব্যবহার করেছেন তাদের আসল সমস্যার কথা জানাতে।

সেপ্টেম্বরের কিছু উদাহরণ দেয়া যাক:

- একজন শ্রমিক রিপোর্ট করলেন যে তাদের বহির্গমন পথ অনেকগুলো বাস্স দ্বারা আটকানো। এই ঝুঁকির কথা জানতে পেরে কতৃপক্ষ বাস্সগুলো একটি অস্থায়ী জায়গায় সরিয়ে নেন এবং একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

- একজন শ্রমিক রিপোর্ট করেন যে ম্যানেজারের সাথে কথাকাটি করার কারণে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে, এরপর হেল্পলাইনের হস্তক্ষেপে তাকে পুনরায় চাকরিতে বহাল করা হয়।

শেষের পাতায় দেখুন



এই মাসের অনুসন্धानে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

অনুসন্धानে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ:

• ২৯ টি কারখানার ৮৫,০০০ জনেরও বেশি শ্রমিক বর্তমানে হেল্পলাইন ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও যে সমস্ত কারখানায় আমাদের কথা এখনও পৌঁছেনি সে সমস্ত কারখানার শ্রমিকরাও আমাদের কথা সার্ভিস সম্পর্কে শুনছেন। সেপ্টেম্বরে ৮০ টিরও বেশি কারখানার শ্রমিকরা হেল্পলাইনে ফোন দিচ্ছেন।

• এ মাসে হেল্পলাইন মোট ৮৭২ টি কল রিসিভ করে যার ৮৪% ছিলো সাধারণ অনুসন্ধানমূলক। এগুলোর বেশিরভাগই ছিলো কৌতুহলবশতঃ শ্রমিকদের করা টেস্ট কল; অন্যরা কারখানা নীতিমালা বিষয়ক তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করেন।

• শ্রমিকদের অধিকাংশই কল করেন কারখানার বাইরে থেকে। কলের পরিমাণ বাড়তে থাকে বিকেল চারটা থেকে (৫৪%)। অন্যরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাননা।

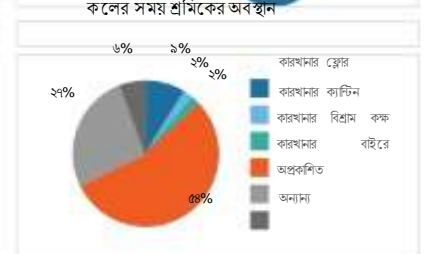
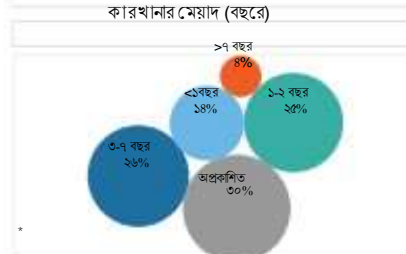
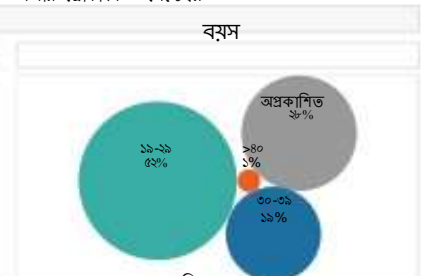
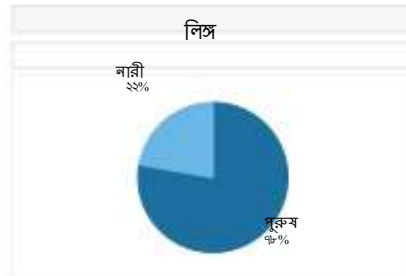
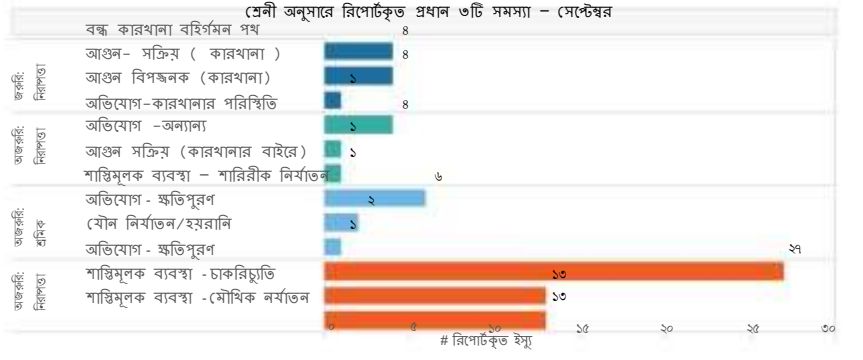
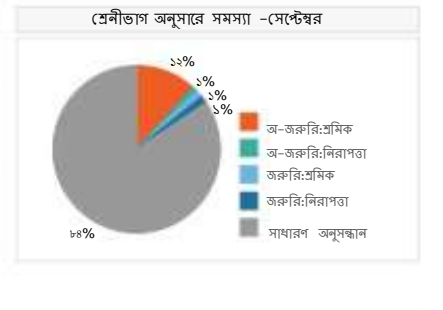
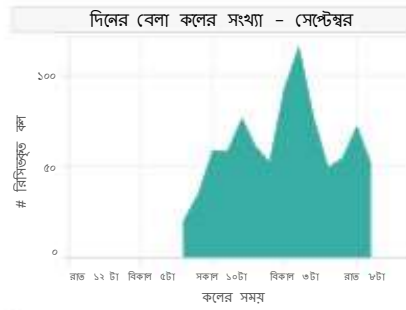
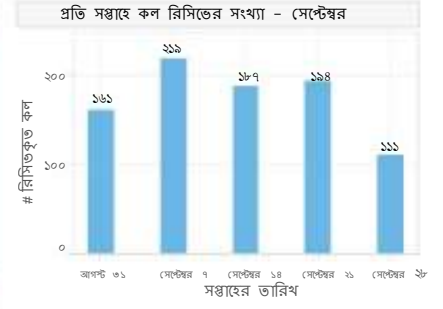
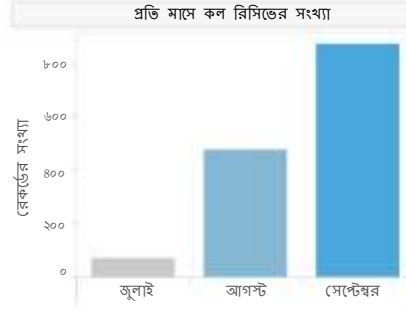
• সর্বমোট ৯৯ টি সমস্যা রিপোর্ট করা হয় সেপ্টেম্বরে। সবচেয়ে কমন ইস্যুগুলো ছিলো ক্ষতিপূর্ণ বিষয়ক। অনেকগুলো সমস্যা ছিলো ঈদের ছুটি এবং পারিশ্রমিক সংক্রান্ত। অন্যগুলো ছিলো আংশিক পারিশ্রমিক পরিশোধ, ওভারটাইম এবং চাকুরি পরবর্তী ক্ষতিপূর্ণ বিষয়ক। আরও বিস্তারিত জানতে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো দেখুন।

• সেপ্টেম্বরে ১৮ টি জরুরি সমস্যা সংক্রান্ত ফোন আসে হেল্পলাইনে। আগুন ধরা থেকে শুরু করে বহির্গমন পথ বন্ধ থাকা বিষয়ক। এ সব ক্ষেত্রে, হেল্পলাইন টিম এবং অ্যালায়েন্স এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকতার কাজ করে যেন শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

• অনেক কলার ফোন দেন নির্যাতন বিষয়ক (শারিরিক এবং মৌখিক), শ্রমিকরা কারখানার ক্লোজ কোলো ভুল করে থাকলে তাদের সুপারভাইজাররা এই নির্যাতনগুলো করে থাকেন। হেল্পলাইন প্রতিনিধিরা এই সমস্যার কথা কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানান এবং সমস্যার নিশ্চিত সমাধানা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য কলার কে ফলো-আপ করতে থাকেন।

• সেপ্টেম্বরে বয়স, লিঙ্গ এবং শারিরিক বৈষম্য বিষয়ক বেশ কিছু কল আসে হেল্পলাইনে। সব ক্ষেত্রেই শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট এর ভেতর একটি যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি করে আমাদের কথা যেন একটি সমঝোতার সৃষ্টি করতে পারে।

হেল্পলাইন ব্যবহার সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য জানতে পাশের চিত্রটি দেখুন।



সংরক্ষণ অনুসন্ধানের জন্য অথবা ভুল সমস্যা সংক্রান্ত যে সমস্ত কল করা হয়েছে কলার প্রোফাইল উপাত্ত সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হেল্পলাইনের আওতাভুক্ত	কল	আইকিবারের পেন বাগান
# শ্রমিক: ৮৬,৪৭৪	# কল গ্রহণের সংখ্যা: ১,৪২৪	# শ্রমিক: ১৪৯,০৭৫
# কারখানা: ২৯ (৮৫**)	# কল প্রদানের সংখ্যা: ১,০৮৯	# কারখানা: ৫০

**হেল্পলাইন ৫৬টি কারখানা থেকে কল রিসিভ করে যারা হেল্পলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি



একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ: শ্রমিক ক্ষতিপূরণ

প্রতি মাসে আমরা একটি বিশেষ সমস্যার প্রতি অথবা আমাদের কথার সঙ্গে শ্রমিকদের আলোচনায় যে সব মজাদার প্রবণতাগুলো আমরা পেয়ে থাকি সেগুলোর প্রতি নিবিড় মনোযোগ প্রদান করি। এ মাসের বিষয় হলো: শ্রমিক ক্ষতিপূরণ।

সেপ্টেম্বরে মোট ২৯টি ক্ষতিপূরণ বিষয়ক রিপোর্ট হয় আমাদের কথায়। এই সমস্যাগুলোকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

ঈদের ছুটি: শ্রমিকরা পবিত্র ঈদের ছুটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কলাররা অভিযোগ করেন যে হয় তাদের কারখানা তাদের ঈদ বোনাস দিচ্ছেনা আর নয়ত শ্রমিকদের জন্য ঈদ বোনাসের কোনো কার্ঠামো কারখানায় নেই। অন্য শ্রমিক অভিযোগ করেন যে তাদের আংশিক পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে কিন্তু ঈদের আগে তারা পুরো পারিশ্রমিক পেতে চান।

ওভার-টাইম: কতিপয় শ্রমিক অভিযোগ করেন যে সেপ্টেম্বরে তাদের ওভার টাইমের টাকা পরিশোধ করা হয়নি অথবা আংশিক পরিশোধ করা হয়েছে।

চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান

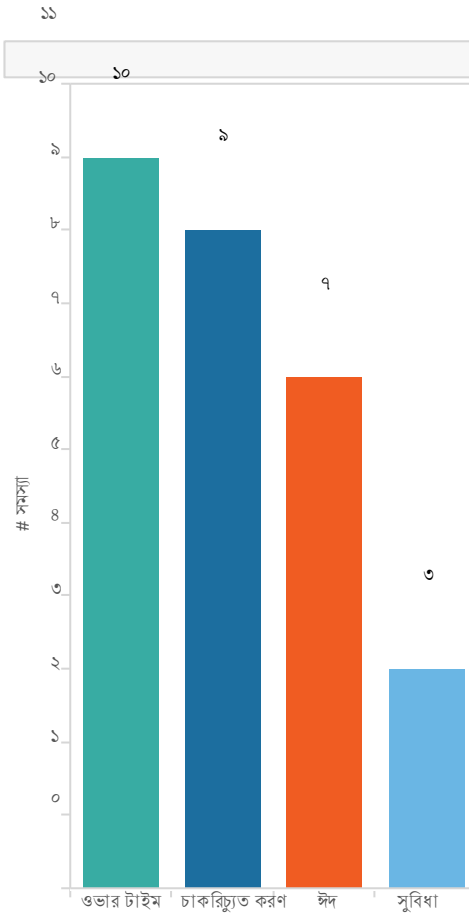
বেশ কিছু শ্রমিক মনে করেন যে তার চাকরি চলে যাবার পর অথবা

চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি

সুবিধা: শ্রমিকরা হেল্পলাইনে ফোন দেন তাদের ভবিষ্যৎ তহবিল, সামাজিক বিমা এবং পারিবারিক মৃত্যু সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানতে।

আমাদের কথা এবং অ্যালায়েন্স কারখানার ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে শ্রমিকরা হেল্পলাইনে যে সমস্ত অভিযোগগুলো করেছেন সে সমস্ত বিষয়গুলো সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। একটি ক্ষেত্রে,

ক্ষতি পূরণ বিষয়ক সমস্যা



প্রথম পাতার পর

বাই পার্টিসান পলিসি সেন্টারের স্বতন্ত্র সভাপতি সাবেক ইউ.এস সিনেটর মিশেল এবং স্লোয়ে এবং অ্যালায়েন্স বোর্ড চেয়ার টশার এই বিষয়টি অবহিত হন যে বাংলাদেশে হেল্পলাইন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

শীঘ্রই আসিতেছে: আমাদের কথা সম্পর্কে জানতে ২৯ অক্টোবর একটি ওয়েবনার এর আয়োজন করা হবে। বিস্তারিত জানতে পারবেন শীঘ্রই



সুইং এর শ্রমিকরা আমাদের কথা হেল্পলাইন কার্ড কারখানার আইডি কার্ডে সঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছেন যেন তারা সহজেই আমাদের কথা ব্যবহার করতে পারেন।

হেল্পলাইন/অ্যালায়েন্স কারখানা ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেন একটি ওয়াক-আউটের সমস্যা সমাধানের জন্য

আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস অথবা বাংলায় আমাদের কথা তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশিদারিত্ব – ক্রিয়ার ভয়েস, চান গ্রুপের (Chan Group) একটি প্রজেক্ট যা হটলাইন পরিচালনা করে থাকে এবং সরবরাহকারীদের ভেতর বিবাদ মিমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে; ফুলকি, একটি সম্মানিত সুশীল সমাজ সংগঠন যা বাংলাদেশের শ্রমিক এবং শ্রমিকদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে থাকে; ওড ওয়ার্ল্ড সল্যুশনস (জিডব্লিউএস), একটি অলাভজনক সংগঠন যা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার- লেবার লিঙ্ক- যা ১০০,০০০ জন শ্রমিকের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেকটি অংশিদারিই তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন, সর্বমুখো মান সম্পন্ন কারখানাগুলোর জন্য লেবার কম্প্লেক্স গঠন করেছে।



প্রথম পৃষ্ঠার পর

- একটি কারখানার নিকটতী জায়গায় আগুন ধরে যা শুধু মাত্র ওই এলাকার জন্যই হুমকি নয় তা কারখানার জন্যও হুমকি ছিলো। এই পরিস্থিতির কথা হেল্পলাইন প্রতিনিধিরা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। সৌভাগ্যবশতঃ কারখানা কতৃপক্ষ এবং আশেপাশের লোকজন সম্মিলিতভাবে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন আসার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হন এবং কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

- একজন শ্রমিক ফোন দিয়ে জানান যে তিনি এবং তার সহকর্মীরা কেউই গত মার্চের পরিশ্রমিক পানিনি। পরর্তীতে ওই একই দিনে হেল্পলাইন প্রতিনিধিরা জানতে পারেন যে যাদের সম্পূর্ণ টাকা দেয়া হয়েছিলোনা তাদের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

- সেপ্টেম্বরে ঈদ বোনাস নিয়ে শ্রমিকরা অনেক রিপোর্ট করেন এবং সময়মত ঈদ বোনাস দেয়া নিয়ে সারা দেশে বিতর্ক চলছিলো। কিছু ক্ষেত্রে কতৃপক্ষ এই সমস্যার যে সমাধান দেন তাতে শ্রমিকরা প্রভাবিত করতে পেরেছিলো।

আমরা আশা করে থাকবো আপনারাও এই নিউজলেটারের বাদবাকি তথ্য শ্রমিকদের কাছ থেকে এইসব কথা শুনে থাকবেন।

-আমাদের কথা হেল্পলাইন প্রজেক্ট টিম